আল্লাহ ওয়ালাদের ক্ষমতা

৪ রবিউস সানি ১৪৪৮ হিজরির বয়ান

www.dawateislami.net

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত..... ২
বয়ান শোনার নিয়ত..... ৩
মাটি সোনায় পরিণত হয়ে গেলো..... ৪
হাতি জীবিত হয়ে গেলো..... ৬
কোন বান্দা কি মৃতকে জীবিত করতে পারে..... ৬
ওলীউল্লাহ কাকে বলে?..... ৮
কারামতের সংজ্ঞা..... ৯
পানির উপর পরিভ্রমণ..... ১০
নৌকা ছাড়াই নদী পার হয়ে গেলো..... ১০
আসমানেও আধিপত্ত..... ১১
ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং শয়তান..... ১১
কামিল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিন..... ১২
মাটি সাক্ষ্য দিলো..... ১৫
আউলিয়ায়ে কেরাম ওফাতের পরও উপকার সাধন করেন..... ১৬
ওফাতের পরও চাহিদা পূরণ..... ১৭
ঋণ ক্ষমা হয়ে গেলো..... ১৮
মাযারের উপস্থিতি বরকতের মাধ্যম..... ১৮

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমীরুল মুমিনীন, হযরত সায়িদুনা ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: اِنَّ الدُّعَاءَ مَوْقُوْفٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَصْعَدُ مِنْهُ شَيْءٌ حَتّٰى تُصَلِّيَ عَلٰى نَبِيِّكَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ অর্থাৎ দোয়া আসমান ও জমিনের মধ্যখানে আটকে রাখা

www.dawateislami.net

হয় আর তা ঊর্ধে গমন করে না, যতক্ষণ না তোমরা তোমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করো।”

(তিরমিযী, কিতাবুল বিতর, ২/২৮, হাদীস: ৪৮৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়ত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়ত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, পৃষ্ঠা:৮১, হাদীস: ১২৮৪)** হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়ত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়ত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়ত করে নিন! যেমন; নিয়ত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن আল্লাহ পাকের সেই বিশেষ বান্দা, যাঁরা নিজেদের জীবনে আল্লাহ পাকের নির্দেশিত হুকুম-আহকামের উপর আমল করে আপন দয়ালু প্রতিপালকের দরবারে উচ্চ মর্যাদা অর্জন করেছেন। এই আমলের পুরস্কারস্বরূপ আল্লাহ পাক তাঁর এই আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن কে আপন দান ও দয়ায় অগণিত ক্ষমতায় ভূষিত করে উচ্চ মর্যাদা ও ফযিলত দান করেছেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউস সানী মাস চলমান; এই মাসটি সকল আউলিয়ায়ে কেরামের সরদার হুযূর গাউসে পাকের মাস। তাই আজকের এই ইজতিমায় আমরা আল্লাহর এই নেককার বান্দাদের ক্ষমতার ঘটনাবলী এবং কিছু মাদানী ফুল শুনব যে, আল্লাহ পাক তাঁর আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن কে কী কী ক্ষমতা দিয়ে ধন্য করেছেন। আসুন! সর্বপ্রথম বাবা ফরীদুদ্দীন মাসঊদ গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি কারামত শুনি; যেমনটি

মাটি সোনায় পরিণত হয়ে গেলো

একবার এক মহিলা বাবা ফরিদুদ্দিন মাসউদ গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে উপস্থিত হয়ে আরয করলো: জনাব! আমার তিনজন যুবতী কন্যা রয়েছে, যাদের বিয়ে দিতে হবে, আপনি আমাকে সাহায্য করুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খাদেমকে বললেন: যা কিছু দরবারে রয়েছে তা এই মহিলাকে দিয়ে দাও। খাদেম আরয করলো: হুযুর! আজকে কিছুই অবশিষ্ট নাই। এই কথা শুনে সেই মহিলা কান্না করতে লাগলো যে, আমি খুবই অসহায় এবং অনেক আশা নিয়ে এসেছি। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যাও বাইরে থেকে মাটির একটি ঢিল নিয়ে আসো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উচ্চ আওয়াজে সূরা ইখলাস পাঠ করে তাতে দম করতেই সেই মাটির ঢিল সোনায় পরিণত হয়ে গেলো। এটা দেখে সবাই খুবই আশ্চর্য হলো, মহিলাটি সেই স্বর্ণ নিয়ে গেল এবং গিয়ে সেও পাক পবিত্র হয়ে সূরা ইখলাস পাঠ করে মাটির ঢিলে দম করলো কিন্তু সোনায় পরিণত হলো না, এবাবে তিনদিন পর্যন্ত এই আমলই করতে রইলো কিন্তু সবাই বিফল হলো। অবশেষে বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর

رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এসে বলতে লাগলো: হুযুর! আমিও সূরা ইখলাস পাঠ করেছি, কিন্ত মাটিতো আর স্বর্ণে পরিণত হলো না। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: তুমি আমলতো ঠিকই করেছো কিন্তু তোমার মুখে ফরিদের ভাষাতো ছিলো না। **(আল্লাহ কে সফির, পৃষ্ঠা: ২৯৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, আল্লাহ পাকের নেক বান্দারা বিপদগ্রস্থ, অভাবী ও নিঃস্বদের সাহায্য করে তাদের অভাব পূরণ করেন, যদি কোন অভাবগ্রস্থকে দেয়ার জন্য কিছু না-ও থাকে তবু এই মহান ব্যক্তিরা কাউকেও খালি হাতে ফিরিয়ে দেন না এবং নিজের বিশেষ ক্ষমতাকে ব্যবহার করে মাটিকে সোনায় রূপান্তরিত করে অভাবগ্রস্থদের চাহিদা পূরণ করে দেন, আরো জানতে পারলাম যে, আল্লাহ ওয়ালাদের ভাষায় আলাদা এক প্রভাব বিস্তার করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের বিনা অনুমতিতে কেউ একটি কণাও দিতে পারে না, আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দারা তাঁরই অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রদানকৃত ক্ষমতায় বন্টন করে থাকেন, যদি কোন অভাবী তাঁদের দরবারে হাত প্রসারিত করে তবে তাদের চাহিদা পূরণ করা হয়, বিপদগ্রস্থদের বিপদ দূর করা হয়, অসুস্থদের সুস্থতা দান করা হয়, শুধু তাই নয় বরং আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن গণরা তো আল্লাহ পাকের প্রদানকৃত ক্ষমতায় মৃতকেও জীবিত করে দেন। যেমনটি

হাতি জীবিত হয়ে গেলো

একবার হযরত সায়্যিদি আহমদ জাম জিন্দা পিল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোথাও যাচ্ছিলেন, রাস্তায় এক স্থানে লোকের জমায়েত দৃষ্টি গোচর হলো, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই জমায়েতের দিকে গেলেন। বললেন: কী হয়েছে? লোকেরা আরয করলো: হাতি মারা গেছে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: এর শুঁড় তেমনি আছে, চোখও তেমনি আছে, হাতও তেমনি আছে, পাও তেমনি আছে। মোটকথা সব কিছুকেই বললেন যে, তেমনিই আছে তবে মরলো কিভাবে? তাঁর এরূপ বলার সাথে সাথেই হাতি জীবিত হয়ে গেলো, সেই দিন থেকে তাঁর উপাধী "জিন্দা ফিল" (অর্থাৎ হাতি জীবিতকারী) হয়ে গেলো। **(মলফুযাতে আলা হযরত, পৃষ্ঠা: ৪৪৯)**

কোন বান্দা কি মৃতকে জীবিত করতে পারে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে জীবন এবং মৃত্যু আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, কিন্তু আল্লাহ পাক নিজের কোন বান্দাকে মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতা দান করা তাঁর জন্য এমন কোন কঠিন কাজ নয় এবং আল্লাহ পাকের দানক্রমে কাউকে আমরা মৃতকে জীবিতকারী হিসেবে স্বীকার করি তবে এতে আমাদের ঈমানের উপর কোন প্রভাব পড়বে না, অবশ্য যদি কেউ এই আকীদা পোষণ করে যে, আল্লাহ পাক কোন নবী বা ওলীকে রোগ থেকে শিফা, মৃতকে জীবিত করার ক্ষমতাই দেয়নি, তবে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি রাখা কুরআনে পাকের আয়াতে মুবারাকার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমনটি পারা ৩ সূরা আলে ইমরানের ৪৯ নং আয়াতে হযরত সায়িদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর বাণী প্রকাশ্যভাবে উদ্ধৃত করা হয়েছে:

اَنِّیْۤ اَخْلُقُ لَكُمْ مِّنَ الطِّیْنِ كَهَیْـٴَـةِ الطَّیْرِ فَاَنْفُخُ فِیْهِ فَیَكُوْنُ طَیْرًۢا بِاِذْنِ اللّٰهِۚ وَ اُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَ الْاَبْرَصَ وَ اُحْیِ الْمَوْتٰى بِاِذْنِ اللّٰهِۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখি সদৃশ আকৃতি গঠন করে থাকি, অতঃপর সেটার মধ্যে ফুৎকার করি। তখন সেটা তৎক্ষণাৎ পাখি হয়ে যায় আল্লাহর নির্দেশে এবং আমি নিরাময় করি জন্মান্ধ ও সাদা দাগসম্পন্ন (কুষ্ঠ রোগী)-কে আর আমি মৃতকে জীবিত করি আল্লাহর নির্দেশে;

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখলেন তো আপনারা! হযরত সায়িদুনা ঈসা রূহুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছেন যে, আমি আল্লাহ পাকের প্রদানকৃত ক্ষমতার মাধ্যমে মাটি দ্বারা পাখি বানিয়ে তাতে রূহ ফুৎকার করি, জন্মান্ধকে দৃষ্টি শক্তি এবং কুষ্ঠ রোগীদের আরোগ্য দান করি, এমনকি মৃতদেরও জীবিত করি। আম্বিয়ায়ে কেরামের ফয়যানে আউলিয়ায়ে এযামদেরও ক্ষমতা দেয়া হয় এবং তারা এরূপ কাজ করে থাকেন যে, যা দেখে জ্ঞান শক্তি লোপ পেয়ে যায়। যেমনটি

হযরত সায়িদুনা সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর উজির হযরত আসিফ বিন বরখিয়া رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ আল্লাহ পাকের প্রদানকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করে চোখের পলকের পূর্বেই ইয়েমেন রাজ্য থেকে বিলকিসের আসনকে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে পেশ করে দেন, যা কুরআনে পাকে এই শব্দগুচ্ছ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে; পারা: ১৯ সূরা নামলের ৪০ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اَنَا اٰتِیْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ یَّرْتَدَّ اِلَیْكَ طَرْفُكَؕ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: 'আমি সেটা হুযূরের সম্মুখে হাযির করবো চোখের একটা পলক মারার পূর্বেই'।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শুনলেন তো আপনারা! একজন আল্লাহর ওলী আল্লাহ পাকের প্রদানকৃত ক্ষমতাবলে ৮০ গজ লম্বা এবং ৮০ গজ চওড়া জহরত দ্বারা সজ্জিত সিংহাসন খুবই অল্প সময়ে ইয়েমেন দেশ হতে হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর দরবারে পেশ করে দেন।

সদরুশ শরীয়ত মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আউলিয়ায়ে কেরামের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن আল্লাহ পাক অনেক বড় ক্ষমতা দান কারেছেন, এর মধ্যে যারা (আউলিয়া কেরামদের একটি প্রকার) আসহাবে খিদমত রয়েছেন, তাদের বন্টন করার ক্ষমতা দেয়া হয়, সাদা কালোর জন্য মনোনীত করে দেয়া হয়, এই ব্যক্তিরা নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সত্যিকার প্রতিনিধি। তাঁদের ক্ষমতা ও বন্টনের অধিকার হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিনিধিত্ব স্বরূপ অর্পিত হয়, অদৃশ্যের জ্ঞান তাঁদের উপর প্রকাশিত হয়। **(বাহারে শরিয়ত, ১/২৬৭)** আল্লাহ পাকের প্রিয় বান্দাদের উপর তাঁর বিশেষ দয়া হয়, তাঁদের কাজে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সাহায্য অর্ন্তভুক্ত হয়ে যায়।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে আউলিয়া কেরামের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ প্রতি বাআদব রাখুক এবং বেআদবী থেকে রক্ষা করুক। আমিন

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ওলীউল্লাহ কাকে বলে?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ এর ক্ষমতা সম্পর্কে আরো ঘটনাবলী শ্রবণ করার পূর্বে ওলীর সংজ্ঞা শুনে নিই,

তাফসীরে সিরাতুল জীনানে রয়েছে: আল্লাহর ওলী সেই, যে ফরযসমূহ আদায় করার মাধ্যমে আল্লাহ পাকের নৈকট্য অর্জন করে এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্যে ব্যস্ত থাকে। আর তার অন্তর আল্লাহ পাকের নূরের জালালী মারিফাতে ডুবে থাকে, যখন দেখে কুদরতে ইলাহীর দলীলাদি দেখে এবং যখন শুনে আল্লাহ পাকের আয়াতই শুনে আর যখন বলে তখন আপন রবের সানা সহকারে বলে এবং যখন নড়াচড়া করে আল্লাহ পাকের আনুগত্য করে আর যখন চেষ্টা করে তখন সেই কাজের চেষ্টা করে যাতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উপায় হয়, আল্লাহ পাকের যিকির থেকে কখনো উদাসীন হয় না এবং অন্তর চক্ষু দ্বারা খোদা ছাড়া আর কাউকে দেখে না। এটাই আউলিয়াদের গুণ, বান্দা যখন এই অবস্থায় পৌঁছে তখন আল্লাহ পাক তার অলী ও সাহায্যকারী হয়ে যায়।

(সীরাতুল জিনান, ৪/৩৪৪)

আসুন! এবার কারামতের সংজ্ঞাও শুনে নিই।

কারামতের সংজ্ঞা

সদরুশ শরিয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাহারে শরিয়তে কারামতের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: ওলী থেকে যে সকল অভ্যাস পরিপন্থী (অর্থাৎ যা সাধারণত হওয়া সম্ভব নয় এমন) বিষয় প্রকাশ হয়, তাকে কারামত বলে। **(বাহারে শরিয়ত, ১ম অংশ, ১/৫৮)** এই ধরনের বিষয় যদি আম্বিয়ায়ে কেরামের عَلَيْهِمُ السَّلَام নবুয়ত প্রকাশের পূর্বে এমন বিষয় প্রকাশিত হলে এটাকে "ইরহাস" বলে, নবুয়ত প্রকাশের পর সংঘটিত হলে সেটাকে "মু'যিজা" বলে, যদি সাধারণ মু'মিন থেকে এরূপ সংঘটিত হয় তবে সেটাকে "মাঊনাত" বলে, আর কোন আল্লাহ পাকের ওলীর দ্বারা সংঘটিত হলে

সেটাকে "কারামত" বলে। এছাড়া কোন কাফির বা ফাসিক থেকে এরূপ স্বভাববিরুদ্ধ কিছু সংঘটিত হলে সেটাকে "ইসতিদরাজ" বলে। **(কারামাতে সাহাবা, পৃষ্ঠা: ৩৬)** স্বভাব বিরুদ্ধ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যা সাধারণভাবে কোন মানুষের দ্বারা সংঘটিত হয় না, যেমন; বাতাসে উড়া, পানির উপর হাঁটা ইত্যাদি কাজ যা সাধারণভাবে মানুষ আকাশে উড়তেও পারে না আর পানিতে হাঁটতেও পারে না। **(ফয়যানে মাযারাতে আউলিয়া, পৃষ্ঠা: ৪৬)**

পানির উপর পরিভ্রমণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে আউলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن দের আল্লাহ পাক বাতাসে উড়ার ক্ষমতা দান করেছেন, যাতে পাখনা ছাড়াই সহজেই বাতাসে উড়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পৌঁছতে পারে এবং আল্লাহ পাকের অনেক নেক বান্দা এমনও রয়েছে যারা সমুদ্র এবং নদীকেও তাঁদের আয়ত্বে নিয়ে নেয় আর পানিতে নির্ভয়ে এমনভাবে চলাচল করে যেমন শুকনোতে চলাচল করে।

নৌকা ছাড়াই নদী পার হয়ে গেলো

বর্ণিত আছে যে, পারস্যের যুদ্ধে হযরত সাআদ বিন আবি ওয়াকাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ইসলামী সৈন্য বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন। পথিমধ্যে দজলা নদী অতিক্রম করার প্রয়োজন হলো এবং নৌকা বিদ্যমান ছিলো না। তিনি সৈন্য বাহিনীকে নদীতে হাঁটার আদেশ দিলেন আর নিজে সবার আগে আগে এই দোয়া পাঠ করতে করতে নদীর উপর হাঁটা শুরু করলেন "نَسْتَعِيْنُ بِاللهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ وَلَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ" (অনুবাদ: আমরা আল্লাহ পাকের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি এবং

তাঁরই উপর ভরসা করে, আল্লাহ পাক আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই না উত্তম কর্ম সৃষ্টিকারী আর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে ব্যতীত গুনাহ থেকে বাঁচা এবং নেকী করার ক্ষমতা নেই, যিনি সবচেয়ে উচ্চ ও মহত্বান।) লোকেরা পরস্পর নির্দ্বিধায় কথা বলতে বলতে অশ্বারোহীরা ঘোড়ার উপর, উষ্ট্রারোহীরা উটের উপর আর পদাতিক বাহিনী পায়ে হেঁটে নিজ নিজ মালামাল সহ নদীর উপর এমনভাবে হাঁটতে লাগলো যেন কোন ময়দানে কাফেলা অতিক্রম করে।

(দালায়িলুন নবুয়াত লি ইবনে নাইম, ২য় অংশ, পৃষ্ঠা: ৩৪১-৩৪২, নম্বর ৫২২)

আসমানেও আধিপত্ত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেলো যে, আল্লাহ পাকের নেক বান্দাগণ তাঁর দানকৃত ক্ষমতাবলে পানি ও বাতাসের উপর চলাচল করতে পারে এবং এই ব্যক্তিরা এমন মর্যাদাবান হয়ে থাকে যে, তাঁদের দোয়া ফিরিয়ে দেয়া হয় না, কঠিন দূর্ভিক্ষের সময়ও যখন আল্লাহ পাকের দরবারে হাত উঠিয়ে বৃষ্টির জন্য দোয়া করে দেয় তখন আল্লাহ পাক তাঁদের দোয়ার বরকতে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করে পিপাসার্তদের পিপাসা নিবারণ এবং ক্ষেত খামারকে সবুজে সবুজে ভরে দেন।

ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এবং শয়তান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সেই সব বুযুর্গদের চরিত্রের উপর আমল করে জীবন অতিবাহিত করা না শুধু দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য মঙ্গল অর্জনের উপায় বরং সেই নেককার ব্যক্তিদের সাথে সম্পর্ক আমাদের শেষ মুহুর্তেও কাজে আসবে। যেমন শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা “কুমন্ত্রণা ও এর প্রতিকার” এর ১১ নং পৃষ্ঠায়

উদ্ধৃত করেন যে, (হযরত সায়িদুনা) ইমাম ফখরুদ্দিন রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে আসলো, তখন তাঁর নিকট শয়তান উপস্থিত হলো, কেননা শয়তান তখন আপ্রাণ চেষ্টা করে যে, যেকোনভাবে এই বান্দার ঈমান নষ্ট হয়ে যাক (অর্থাৎ ছিনিয়ে নেয়া হোক) যদি সেই সময় ঈমান নষ্ট হয়ে যায় তবে তার আর কখনো ফিরে আসবে না। শয়তান তাঁকে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি সারাজীবন মুনাযারা ও বাহাস করে কাটিয়েছো, খোদাকেও চিনে নিয়েছো? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: নিশ্চয় আল্লাহ এক। শয়তান বললো: এর প্রমাণ কী? তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি যুক্তি পেশ করলেন। অভিশপ্ত শয়তান মুয়াল্লিমুল মালাকুত (অর্থাৎ ফেরেশতাদের শিক্ষক) ছিলো। সে সেই যুক্তিকে খন্ডন করলো। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ দ্বিতীয় যুক্তি উপস্থাপন করলেন। সেই অভিশপ্ত শয়তান তাও খন্ডন করলো। এমনকি হযরত ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৩৬০টি যুক্তি উপস্থাপন করলেন, কিন্তু সেই অভিশপ্ত তার ভ্রান্ত ধারণা দিয়ে সব খন্ডন করলো। এবার ইমাম সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই চিন্তিত এবং হতাশায় পড়ে গেলেন। তাঁর পীর হযরত শায়খ নাজিমুদ্দীন কুবরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক দূরে কোন এক জায়গায় ওযু করছিলেন। সেখান থকে পীর সাহেব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ইমাম রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে উচ্চ স্বরে বললেন: কেন বলে দিচ্ছোনা যে, আমি আল্লাহ পাককে বিনা যুক্তিতে এক মানি। **(মলফূযাত, ৪র্থ অংশ, পৃষ্ঠা: ৪৯৩)**

কামিল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নিন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা দ্বারা জানতে পারলাম যে, আল্লাহ পাক তাঁর নেক বান্দাদের এরূপ ক্ষমতা দান করেছেন যে, তাঁরা কয়েক মাইল দূর থেকেও অবস্থা দেখে নেন বরং সাহায্যও করেন, যেমন

হযরত শায়খ নাজিমুদ্দীন কুবরা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজের মুরীদের অন্তিম মুহূর্তে শয়তান থেকে বাঁচিয়ে নিলেন, তাছাড়া এটাও জানতে পারলাম যে, দুনিয়ায় কোন নেক ও পরিপূর্ণ শরীয়তের অনুসারী পীরের হাতে হাত দেয়া অর্থাৎ তাঁর মুরীদ হয়ে যাওয়া, ঈমান হেফাযতের জন্য উপকারী। কাউকে পীর এজন্যই বানানো হয় যে, আখিরাতের আমলে বৃদ্ধি ঘটে, তাঁর পথপ্রদর্শন ও বাতেনী দৃষ্টির বরকতে মুরীদ, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অসন্তুষ্টিমূলক কাজ থেকে বেঁচে রেজায়ে রাব্বুল আনামের দ্বীনি কাজ অনুযায়ী নিজের দিন রাত অতিবাহিত করতে পারে। কিন্তু আফসোস! বর্তমান যুগে অধিকাংশ লোক পীর মুরীদের মতো গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদাকে দুনিয়া অর্জনের উপায় বানিয়ে রেখেছে। অসংখ্য মন্দ আকীদা এবং পথভ্রষ্ট লোকও তাসাউফের প্রকাশ্য পোশাক জড়িয়ে লোকদের দ্বীন ও ঈমান নষ্ট করে দিচ্ছে। কামিল পীরের শর্ত, গুণাবলী এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "আদাবে মুর্শিদে কামিল" এর অধ্যয়ন করুন। اِنْ شَآءَ الله প্রয়োজনীয় জ্ঞানের পাশাপাশি কামিল মুর্শিদের হাতে বাইয়াত গ্রহণের মানসিকতা সৃষ্টি হবে। যদি বাইয়াত হয়ে থাকেন তবে এই জ্ঞানও অর্জিত হবে যে, একজন মুরীদের উপর পীরের কী কী হক রয়েছে? যদি আপনি এখনো কোন পীর সাহেবের নিকট মুরীদ না হয়ে থাকেন, তবে চিন্তিত হওয়ার কোন কারণ নাই, اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্তমান যুগে কামিল মুর্শিদের এক উদাহরণ হচ্ছে শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه। আপনিও তাঁর মুরীদ হতে পারেন, যাঁর তাকওয়া

ও পরহেযগারীর বরকত দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের আদলে আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে বিদ্যমান। তাঁর বিলায়তের দৃষ্টি এবং প্রজ্ঞামূলক প্রশিক্ষণ দুনিয়া জুড়ে লাখো মুসলমান বিশেষ করে যুবকদের জীবনে পরিবর্তন সাধিত করেছে। কত যে বেনামাযী তাঁর ফয়যে নামাযী হয়েছে। মা-বাবার অবাধ্যতাকারী বাআদব হয়ে গেছে, গান-বাজনা শ্রবণকারী ইশকে রাসূলে ডুবে নাত শ্রবণকারী হয়ে গেছে, মাদানী মুযাকারা এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শ্রবণকারী হয়ে গেছে, সিনেমার গান গুনগুনকারী নাতে মুস্তফা পাঠকারী হয়ে গেছে, সম্পদের ভালবাসা পোষণকারীর আখিরাতের চিন্তা নসীব হয়ে গেছে, বিনোদনের জন্য বিভিন্ন স্থানে গিয়ে নিজের সময়কে নষ্টকারী সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণকারী হয়ে গেছে। সুতরাং আপনিও শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ফয়য অর্জন, নিজের জীবনের লক্ষ্যকে সফল করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে ১২টি দ্বীনি কাজে আমলীভাবে অংশগ্রহণ করে নেকীর ভাণ্ডার জমা করে আখিরাতের সফরের জন্য আখিরাতের পাথেয় জমা করে নিন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের নেক বান্দার সাথে বিদ্বেষ পোষণ করা, তাঁদের শানে বেআদবী করা, তাঁদের বিভিন্নভাবে কষ্ট দেয়া, তাঁদের সম্পদ ও সম্পত্তি দখল করে তাঁদের কষ্ট দেয়া, নিছক অজ্ঞতা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের ধ্বংসের কারণ। সেই পবিত্র সত্তাদের শান ও মহত্ব এমনই মহৎ ও উন্নত যে, যদি কোন বিষয়ে সব লোক তাঁদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়ার জন্যে একত্রিত হয়ে যায়, কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁদের সত্যবাদিতা এবং আমানতদারীর সাক্ষ্য দেয়ার জন্য অবশ্যই কোন না কোন উপায় বের করে দেন, যাতে তাঁদের শান ও মহত্ব এবং সম্মান ও

প্রসিদ্ধি মানুষের অন্তরে আরো বেশী পরিমানে জেগে উঠে।

মাটি সাক্ষ্য দিলো

এক ব্যক্তি শহরের বিচারকের আদালতে হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জমির উপর নাজায়িয ভাবে মালিকানা দাবী করে বসলো, সুতরাং বিচারক তাঁর নিকট বার্তা প্রেরণ করলেন যে, জমি মালিকানার প্রমাণ উপস্থাপন করুন, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: মানুষের নিকট জিজ্ঞাসা করুন যে এই জমিটি কার? বিচারক এই উত্তরে সন্তুষ্ট হলন না এবং প্রমাণ উপস্থাপন করার আহবান করেন। হযরত বাবা ফরিদুদ্দীন মাসউদ গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: আমার নিকট লিখিত কোন প্রমাণ নাই, কোন সাক্ষীও নাই, যদি যাচাই করার প্রয়োজন হয় তবে জমির এই অংশ থেকে জিজ্ঞাসা করুন। বিচারক এই উত্তর শুনে খুবই আশ্চর্য হলো, সুতরাং সেই নির্দিষ্ট অংশে গেলো, এমনকি সেখানে অনেক লোক জড়ো হয়ে গেলো। বিচারক জমিনকে জিজ্ঞাসা করলো: হে জমিন! বলো তোমার মালিক কে? জমিন উচ্চ স্বরে বললো: আমি বহুদিন ধরে হযরত বাবা ফরিদ গঞ্জে শকর رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মালিকানায় রয়েছি। এই কথা শুনে বিচারক এবং সকল উপস্থিতি আশ্চর্য হয়ে গেলো।

(সিলারুল আকতাব অনুদিত, পৃষ্ঠা: ১৯৪)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ঘটনা থেকে জানতে পারলাম যে, আল্লাহ ওয়ালারা জমিনের উপরও প্রাধান্য রাখেন এবং প্রয়োজনে জমিনকে আদেশ করে নিজের পক্ষে সাক্ষী বানিয়ে নেন, তাছাড়া এই মাদানী ফুলও শিখলাম যে, কখনো কারো সম্পদ ও সম্পত্তি জবরদখল না করা উচিত।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে মুসলমানদের সাথে উত্তম আচরণ করার এবং তাদের সাথে কোন প্রকারের অত্যাচার ও নিপীড়ণ করা থেকে বাঁচার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আউলিয়ায়ে কেরাম ওফাতের পরও উপকার সাধন করেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের পছন্দনীয় বান্দা যখন তাঁর আহকামের উপর আমল করার মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করে নেয় তখন রাব্বে যুলজালাল নিজের কুদরত ও উৎকর্ষ দ্বারা দুনিয়ায় তো তাঁদের অতুলনীয় উন্নতি ও উৎকর্ষতা দান করেন বরং এই ব্যক্তিরা ওফাতের পরও মানুষের দুঃখ ও কষ্ট দূর করার অতুলনীয় ক্ষমতা রাখে। আউলিয়ায়ে কেরামগণের যেই ক্ষমতা বাহ্যিক জীবনে অর্জন করেন, তা দুনিয়া হতে প্রকাশ্য পর্দা করার পরও শুধু বাকী থাকে না বরং এতে আরো বৃদ্ধি পায়, কেননা আউলিয়ায়ে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن রাব্বে কায়েনাতের দয়ায় মাযারে শুধু জীবিত নয় বরং যিয়ারতকারীদের হেদায়েত ও সাহায্যও করে থাকেন।

হযরত সায়িদুনা ইমাম ইসমাইল হাক্কী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, আউলিয়া এবং শহীদদের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن শরীর কবরে পরিবর্তনও হয় না আর দূর্গন্ধময়ও হয়না, কেননা আল্লাহ পাক তাঁদের শরীরকে এরূপ ত্রুটি থেকে, যা মাংসকে পঁচে গলে নষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে নিরাপদ রেখেছেন।

(তাফসীরে রূহুল বয়ান, পারা: ১০, সূরা: তাওবা, ১৪ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৪৩৯)

হযরত সায়িদুনা ইমাম গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যাঁদের নিকট থেকে জীবিতবস্থায় সাহায্য চাওয়া যায়, তাঁদের সবার নিকট থেকে ওফাতের পরও সাহায্য চাওয়া যায়। এমনিভাবে বুযুর্গানে দ্বীনেরা رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বলেন: এমন চারজন বুযুর্গ রয়েছে যারা এমনিভাবে বন্টন করেন যেমনিভাবে নিজের জীবনে বন্টন করতেন (তারা ওফাতের পরও জীবিতাবস্থার) তুলনায় অনেকগুণ বেশী বন্টন করেন: হযরত সায়িদুনা মা'রূফ কারখী, হযরত সায়িদুনা শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا এবং এছাড়াও (হযরত সায়িদুনা শায়খ আকিল মুনজিবী এবং হযরত সায়িদুনা শায়খ হায়া বিন কায়স হাররানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا) প্রমূখ।

(বাহজাতুল আসরার, পৃষ্ঠা: ১২৪, লুমআতুত তানকিহ, কিতাবুল জানায়িয, ৪/২১৫, ৮ম অধ্যায়ের অধীনে)

আসুন! এপ্রসঙ্গে এমন দু'টি ঈমানোদ্দীপক ঘটনা শ্রবণ করি যাতে আউলিয়ায়ে কেরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن ওফাতের পরও নিজের মাযারের যিয়ারতকারীদের চাহিদা পূরণ করেন।

ওফাতের পরও চাহিদা পূরণ

হযরত শায়খ ওমর ফারোসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার অনেকবার ইমাম রেফায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র মাযারে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়েছে, একবার তো এমনও হয়েছে যে, তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কবর মুবারক থেকে উচ্চ আওয়াজে আমার একটি চাহিদা সম্পর্কে বললেন: তোমার চাওয়া পূরণ করে দেয়া হয়েছে। **(জামেউ কারামাতিল আউলিয়া, ১/৪৯১)**

ঋণ ক্ষমা হয়ে গেলো

হযরত সায়িদুনা হামিদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমার উপর ঋণ ছিলো, এই পেরেশানী অবস্থায় আমি হযরত সায়িদুনা মুহাম্মদ বিন জাফর হুসাইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে উপস্থিত হলাম এবং সেখানে বসে কিছুক্ষণ কুরআনে পাকের তিলাওয়াত করলাম আর কাঁদতে লাগলাম, একজন যিয়ারতকারী আমার কান্না শুনলো এবং আমাকে কিছু স্বর্ণ দিলো আর বলল: সাহিবে মাযারের খাতিরে এই স্বর্ণগুলো নিন। আমি সেই স্বর্ণগুলো নিলাম এবং চলে এলাম, এখনো কয়েক কদম আসলাম, এমতাবস্থায় আমার ঋণদাতা এসে গেলো, আমাকে দেখে মুচকি হাসলো এবং বললো: এই স্বর্ণ সেই যিয়ারতকারীকে ফিরিয়ে দাও কেননা আমি প্রতিদান ও সাওয়াবে তার চেয়ে বেশি হকদার। আমি ঋণদাতাকে এরূপ ক্ষমা করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম যে, আপনাকে আমার বিষয়ে কে বলেছে? সে বলতে লাগলো: আমি এই কবরের বুযুর্গকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকে বললেন যে, যদি তুমি হামিদীকে ক্ষমা করে দাও তবে আমি তোমাকে জান্নাতে মহল নিয়ে দিবো, অতঃপর সে আমাকে শুধু ঋণ ক্ষমা করেনি বরং আমাকে আরো ছয় দিরহামও দিলেন।

(জামেয়ে কারামতে আউলিয়া, যিকরে মুহাম্মদ বিন জাফর আল হুসাইনী, ১/১৭২)

মাযারের উপস্থিতি বরকতের মাধ্যম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আউলিয়ায়ে কেরামের মাযারে উপস্থিতির বরকতে দোয়া কবুল হয়ে, বিপদাপদ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় এবং বিশেষকরে এই কারণেই আউলিয়ায়ে কেরামের رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن মাযারে উপস্থিত হওয়াতো আমাদের পূর্ববর্তীদের পদ্ধতী। সুতরাং হযরত

সায়িদুনা দাতা গঞ্জে বখশ আলী হাজবেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একবার আমি এক দ্বীনি সমস্যার সম্মুখীন হলাম, আমি এর সমাধান করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সফল হইনি, এর পূর্বেও আমি এরূপ সমস্যায় পড়েছিলাম, তখন আমি হযরত শায়খ বায়েজিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাযার শরীফে উপস্থিত হই এবং সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

হযরত সায়িদুনা ইয়াহইয়া বিন সুলাইমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন যে, আমার একটি চাহিদা ছিলো এবং আমি অনেক অভাবেও ছিলাম। আমি হযরত মা'রূফ কারখী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী কবরে উপস্থিত হলাম, অতঃপর নিজের অভাবের কথা বললাম। যখনই আমি সেখান থেকে ফিরে এলাম আমার অভাব পূরণ হয়ে গেল। **(আর রওযুল ফায়েক, পৃষ্ঠা-১৮৮)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ ওয়লাদের জীবনীর উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধি এবং তাঁদের রূহানী ফয়েয ও বরকত দ্বরা ধন্য হওয়ার জন্য ফয়যানে সাহাবা ও আউলিয়া দ্বারা পরিপূর্ণ আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত হয়ে যান। যেলি হালকার ১২টি দ্বীনি কাজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিন, নেক আমলের উপর আমল এবং কাফেলায় সফর করুন। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আউলিয়ায়ে কেরামের ফয়যান নসীব করুক এবং আমাদেরকে সর্বদা আউলিয়ায়ে কেরামের আদবকারী বানাও। আমিন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد